॥ ১২ ॥

মূলধ্বনি বা স্বনিম : সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণ
(Phoneme : Its Definition and Analysis)

সংজ্ঞা ও স্বরূপ : আগে 'ভাষা-জিজ্ঞাসার প্রকার-ভেদ ও ভাষা-বিজ্ঞানের বিভাগ'-এ ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে (পৃঃ ৩৯-৪২) আমরা উল্লেখ করেছি যে, ইংরেজীতে 'Sound' এবং বাংলায় 'ধ্বনি' কথাটি ব্যাপক অর্থ বহন করে। যন্ত্রের সাহায্যে সৃষ্ট ধ্বনি, হাততালির ধ্বনি, মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনি প্রভৃতি সব রকমের ধ্বনিকেই আমরা Sound বা ধ্বনি বলে থাকি। এত রকমের ধ্বনির মধ্যে শুধু মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত যে ধ্বনি তাকে বলে স্বন বা বাগ্‌ধ্বনি (Phone/ Speech-sound)। মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত সব ধ্বনি আবার ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। যেমন—পাগলের অর্থহীন প্রলাপ বা শিশুর অস্ফুট ধ্বনি। শুধু মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত অথচ ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিই ভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে পড়ে। আবার ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনির মধ্যেও কিছু ধ্বনি হল মূলধ্বনি, আর কিছু হল মূলধ্বনির উচ্চারণ-বৈচিত্র্য। যেমন—আমাদের আগের উদাহরণটা আবার স্মরণ করিয়ে দিই : আধুনিক বাংলা ভাষায় 'শ্লীল' শব্দে 'শ্'-এর উচ্চারণ দন্ত্য 'স্' [s]-এর মতো, কিন্তু 'শীল' শব্দে 'শ্'-এর উচ্চারণ তালব্য 'শ্' [ʃ]-ই। মূলধ্বনি একটাই—'শ্'; কিন্তু বাংলায় তার দু'টো উচ্চারণ-বৈচিত্র্য—কখনো দন্ত্য স্ [s]-এর মতো, কখনো তালব্য শ্ [ʃ]-ই। তাহলে ভাষায় কিছু মূলধ্বনি থাকে এবং তাদের মধ্যে কোনো-কোনোটির একাধিক উচ্চারণ-বৈচিত্র্য (Variations) থাকে। বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে উচ্চারণ-বৈচিত্র্যসহ প্রত্যেকটি মূলধ্বনিকে বলে স্বনিম (বা ধ্বনিতা বা ধ্বনিমান বা ধ্বনিমূল) (Phoneme)। মূলধ্বনির উচ্চারণ-বৈচিত্র্য দু'রকম হতে পারে—একটিকে বলে উপধ্বনি (বা পূরকধ্বনি বা সহধ্বনি বা বিস্বন) (Allophone), অন্যটিকে বলে মুক্ত বৈচিত্র্য বা স্বচ্ছন্দ বৈচিত্র্য (Free Variation)।

মূলধ্বনি বা স্বনিমই হল ভাষার মূল উপাদান। এই মূলধ্বনি বা স্বনিমের (Phoneme) ধারণাটি আধুনিক বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানেই বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অবশ্য এর আগে ব্রিটিশ ধ্বনিবিজ্ঞানী হেনরি সুইটের (Henry Sweet) প্রশস্ত লিপান্তরণের (Broad Transcription) পদ্ধতিতে

মূলধ্বনির ধারণাটি প্রচ্ছন্ন আকারে ধরা পড়েছিল, কিন্তু 'Phoneme' শব্দটি তিনি ব্যবহার করেন নি। 'Phoneme' শব্দটি আবিষ্কার করেন (১৮৭৬ খ্রীঃ) ফরাসী ভাষাতত্ত্ববিদ্ লুই আভে (Louis Havet)। কিন্তু তিনি এই শব্দটির আধুনিক অর্থ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না, সাধারণভাবে বাগ্ধ্বনি অর্থেই শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন তিনি। সুস্পষ্টভাবে স্বনিমের তত্ত্ব প্রথম ব্যাখ্যা করেন পোলিশ ভাষাবিজ্ঞানী বোদুআঁ দ্য কুর্তনে (Jan Baudouin de Courtenay) (১৮৪৫—১৯২৯)। তিনিই বাগ্ধ্বনি (ZVUK) ও স্বনিমের (Fonema) মধ্যে পার্থক্য দেখিয়ে রুশীয় ভাষায় 'Fonema' শব্দটি প্রথম প্রয়োগ করেন (১৮৯৪)। বস্তুত শব্দটি তাঁরও নিজের সৃষ্টি নয়, তাঁর একটি ছাত্র Kruszewski 'Fonema' শব্দটি প্রবর্তন করেছিলেন। মহানুভব ভাষাবিজ্ঞানী কুর্তনে তাঁর ছাত্রের প্রবর্তিত শুধু এই 'Fonema' শব্দটি গ্রহণ করেছিলেন বলে ছাত্রের এই ঋণ স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি।[১৩] কুর্তনের প্রয়োগের পর আধুনিক বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের জনক ফেদিনাঁ দ্য সোস্যুর 'Phoneme' শব্দটি প্রয়োগ করেন এবং তখন থেকেই পাশ্চাত্যে বিভিন্ন ভাষাবিজ্ঞানী বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে Phoneme-এর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে আসছেন।

স্বনিমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি সবচেয়ে সহজ ও সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে প্রাগ্‌গোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয় ভাষাবিজ্ঞানী প্রিন্স্ ত্রুবেৎস্কয়ের লেখায়। তিনি বলেছেন :

> "A *phoneme* is a phonological unit which cannot be broken down into any smaller phonological units. By *phonemic units* should be understood each member of a phonemic contrast. A phonemic contrast is any sound contrast which, in the language in question, can be used as a means of differentiating intellectual meaning."[১৪]

১৩। "The formulation of the theory was his, though he stated more than once that the word *fonema* was the invention of a student of his named Kruszewski."—Vide: Jones, D.: "The History and Meaning of the term 'Phoneme'," in *Phonology*, ed. by Fudge, Erik C., Penguin ed., 1973, p. 18.

১৪। Trubetzkoy, N. S.: *Anleitung zu phonologischen Beschreibungen*, 1935, Section I, (trans. from German).

—অর্থাৎ, যেসব ক্ষুদ্রতম ধ্বনিগত এককের মধ্যে পারস্পরিক স্বনিমীয় বা মূলধ্বনিগত বিরোধ (phonemic contrast) থাকে সেই ধ্বনিগত এককগুলির প্রত্যেকটিকে ধ্বনিতা বা স্বনিম (Phoneme) বলে। এই ধ্বনিতাগত বা স্বনিমীয় বিরোধটি কি ? যখন দু'টি শব্দের মধ্যে অন্যান্য ধ্বনির ক্ষেত্রে হুবহু মিল থাকে, তাদের মধ্যে কেবল একটি শব্দের একটিমাত্র ধ্বনির সঙ্গে অন্য শব্দটির একটিমাত্র ধ্বনির এমন পার্থক্য থাকে যে তার ফলে কোনো নির্দিষ্ট ভাষায় শব্দ দু'টির অর্থ পৃথক্ হয়ে যায়, তখন সেই ধ্বনি দু'টিতে মূলধ্বনিগত বা স্বনিমীয় বিরোধ (phonemic contrast) আছে, বলা হয়। যেমন 'কাল' শব্দের 'ক্' এবং 'খাল' শব্দের 'খ্'-এর মধ্যে যে পার্থক্য আছে সেই পার্থক্যের জন্যেই শব্দ দু'টি পৃথক্ হয়ে গেছে, তাদের অর্থও পৃথক্ হয়ে গেছে। 'ক্' ও 'খ্' ছাড়া শব্দ দু'টিতে আর কোনো ধ্বনির ক্ষেত্রে পার্থক্য নেই। 'ক্' ও 'খ্'-কে বাদ দিলে শব্দ দু'টিতে যে অবশিষ্ট ধ্বনি থাকে তা হুবহু এক। যেমন—

কাল = ক্ + আ + ল্ = | ক্ | + | আ + ল্ |
খাল = খ্ + আ + ল্ = | খ্ | + | আ + ল্ |
↑ পার্থক্য ↑ সাদৃশ্য

তাহলে 'ক্' ও 'খ্'-এর জন্যেই শব্দদু'টির মধ্যে অর্থের পার্থক্য হচ্ছে। এরকম যেসব ন্যূনতম ধ্বনির পার্থক্যের জন্যে একাধিক শব্দের মধ্যে অর্থের পার্থক্য হয় সেই ধ্বনিগুলিকে স্বনিম বা মূলধ্বনি (Phoneme) বলে। যেমন উপরের উদাহরণে বাংলায় /ক্/ ও /খ্/ হল দু'টি স্বনিম বা মূলধ্বনি। মূলত এই সহজ কথাটিই গ্লীসন্ অনেক জটিল করে বলেছেন ঃ

> "The **phoneme** is the minimum feature of the expression system of a spoken language by which one thing that may be said is distinguished from any other thing which might have been said. We will find that *bill* and *pill* differ in only one phoneme. They are therefore a **minimal pair.**"[১৫]

১৫। Gleason, H.A., Jr.: *An Introduction to Descriptive Linguistics*, Oxford and IBH Publishing Co., 1968, p. 16.

আসল কথা, স্বনিম হল একাধিক শব্দের মধ্যে অর্থের পার্থক্য সৃষ্টিকারী ক্ষুদ্রতম ধ্বনিগত একক। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, এইরকম একটি একক সবসময় একটিমাত্র ধ্বনি নিয়ে গঠিত হবে বা এইরকম একটি এককের সর্বদা হুবহু একই রকম উচ্চারণ হবে। এইরকম এক-একটি স্বনিমীয় এককের একাধিক উচ্চারণ-বৈচিত্র্য শোনা যেতে পারে। এই উচ্চারণ-বৈচিত্র্যগুলি পৃথক্ ধ্বনি হলেও অনেক সময় এইরকম প্রায়-সমোচ্চারিত একাধিক ধ্বনিকে একটিমাত্র মূলধ্বনিগত এককের মধ্যেই ধরা হয় অর্থাৎ এই রকমের একাধিক ধ্বনি নিয়ে গঠিত একটি এককে একটিমাত্র স্বনিম বা মূলধ্বনিরূপে গণ্য করা হয়। এইজন্যে একটি স্বনিমকে একটিমাত্র ধ্বনি না বলে ধ্বনিগুচ্ছ, 'Class of Sounds' (Gleason) বা 'Class of phonetically similar sounds' (Bloch and Trager) বা 'Family of sounds' (Jones) বলা হয়। যেমন—'শ্লীল' শব্দে তালব্য 'শ্'-এর উচ্চারণ যে দন্ত্য 'স্' [s] এবং 'শীল' শব্দে 'শ্'-এর উচ্চারণ যে তালব্য 'শ্' [ʃ]—এই দু'টোকে নিয়ে বাংলায় মূলধ্বনি বা স্বনিম একটাই—'শ্'। শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, এই মূলধ্বনি বা স্বনিমের দু'টো উচ্চারণ-বৈচিত্র্য—কখনো দন্ত্য স্ [s], কখনো তালব্য শ্ [ʃ]। কিন্তু দু'টো মিলিয়ে স্বনিম একটাই—'শ' /ʃ/।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে ঃ দু'টি প্রায়-সমোচ্চারিত ধ্বনিকে কখন একই স্বনিমের অন্তর্গত ধরা হবে, এবং কখনই বা দু'টিকে সম্পূর্ণ পৃথক্ স্বনিম ধরা হবে? যেমন—তালব্য 'শ্' [ʃ] ও দন্ত্য 'স্' [s]-কে কি একটাই স্বনিমের অন্তর্গত ধরা হবে, নাকি এ দু'টিকে দু'টি পৃথক্ স্বনিম বলা হবে? দু'টি ধ্বনিকে কখন পৃথক্ স্বনিম ধরা হবে তা আমরা আগেই আলোচনা করেছি এবং বলেছি যে, যখন তাদের মধ্যে স্বনিমীয় বিরোধ থাকবে অর্থাৎ তারা যে শব্দের মধ্যে আছে সেই দু'টি শব্দের মধ্যে যখন সম্পূর্ণ মিল থাকবে, শুধু সেই দু'টি ধ্বনির পার্থক্য থাকবে এবং শুধু তাদের পার্থক্যের জন্যেই শব্দ দু'টির মধ্যে অর্থের পার্থক্য হবে, তখন ধ্বনি দু'টিকে পৃথক্ মূলধ্বনি বা স্বনিম ধরা হবে। কিন্তু কখন দু'টি ধ্বনিকে পৃথক স্বনিম রূপে গ্রহণ না করে একই স্বনিমের দুটি উচ্চারণ-বৈচিত্র্যরূপে গ্রহণ করা হবে সেই প্রশ্নের সমাধান দিয়ে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানী এইচ্. এ. গ্লীসন্ (H.A. Gleason, Jr.) স্বনিমের একটি সংজ্ঞা রচনা করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন ঃ

"A **phoneme** is a class of sounds which : (1) are phonetically similar and (2) show certain characteristic

patterns of distribution in the language or dialect under consideration. Note that this definition is restricted in its application to a single language or dialect"[১৬]

অর্থাৎ দু'টি ধ্বনি যদি উচ্চারণের দিক থেকে প্রায় একই রকম (phonetically similar) হয় এবং তাদের প্রত্যেকের অবস্থান (distribution) সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট সর্ত থাকে, যদি একটির জায়গায় অন্যটি বসতে না পারে, তবে সেই ধ্বনি দু'টিকে একই স্বনিমের অন্তর্গত ধরা হবে, সেই ধ্বনি দু'টি বিবেচিত হবে একই মূলধ্বনির দু'টি উপধ্বনি বা একই স্বনিমের দু'টি উচ্চারণ-বৈচিত্র্যরূপে। যেমন, আদর্শ চলিত বাংলায় (Standard Colloquial Bengali) লিখিত বানানের দিকে নজর না দিয়ে আমরা যদি বাস্তব উচ্চারণের দিকে কান দিই, তাহলে দেখা যাবে বাংলায় তালব্য 'শ্' [ʃ] ও দন্ত্য 'স্' [s] হল এই রকম প্রায়-সমোচ্চারিত ধ্বনি এবং খাঁটি বাংলা উচ্চারণে এদের অবস্থানের সুনির্দিষ্ট সর্ত আছে। 'শ্' যখন ত্, থ, ন্, র্, ল্ প্রভৃতি দন্ত্য বা দন্তমূলীয় ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়ে সংযুক্ত ব্যঞ্জনের প্রথমাংশ রূপে উচ্চারিত হয় তখন দন্ত্য 'স্' [s] রূপে উচ্চারিত হয়, এমন কি বানানে 'শ' লেখা থাকলেও দন্ত্য 'স্' [s] রূপেই উচ্চারিত হয়। যেমন 'শ্রী' শব্দে 'শ্'-এর উচ্চারণ বাংলায় 'স্রী' [sri]। আর অন্য ক্ষেত্রে 'শ্' তালব্য 'শ্' [ʃ] রূপেই উচ্চারিত হয়, এমন কি বানানে দন্ত্য 'স্' থাকলেও 'শ্' রূপেই উচ্চারিত হয়। যেমন বাংলায় 'সব' (all) শব্দের উচ্চারণ 'শব' শব্দেরই মতো। তাহলে বাংলায় তালব্য শ্ [ʃ] ও দন্ত্য স্ [s]-এর উচ্চারণের সুনির্দিষ্ট সর্ত আছে। একটির জায়গায় অন্যটি উচ্চারিত হয় না, জোর করে উচ্চারণ করলে বাংলা উচ্চারণের স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়। বাংলায় 'শ্রী' শব্দে আমরা যদি সংস্কৃতের মতো তালব্য শ্ [ʃ] উচ্চারণ করি তাহলে খাঁটি বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণ-রীতি ক্ষুণ্ণ হবে। তাই বাংলায় 'শ' [ʃ] ও 'স্' [s] একই স্বনিমের দু'টি উচ্চারণ-বৈচিত্র্য। এখানে একই স্বনিমের দু'টি বৈচিত্র্য শ্ [ʃ] ও স্ [S]-কে নিয়ে একটি স্বনিম শ /ʃ/ গঠিত। এই দু'টি উচ্চারণ-বৈচিত্র্যের মধ্যে কোন্‌টার নামে স্বনিমটার নাম হবে? অধ্যাপক জোনস্ বলেছেন সাধারণত যেটা ভাষায় বেশী প্রচলিত ('generally the most frequently used

১৬। Gleason, H.A., Jr.: *An Introduction to Descriptive Linguistics*, Oxford and IBH Publishing Co., 1968, p. 261

member'[১৭]) সেটার নামেই স্বনিমটির নাম হবে। যেমন বাংলায় 'শ্' ও 'স্' মিলিয়ে একটাই স্বনিম, কিন্তু এটা পরিচিত হবে 'শ্' /ʃ/ নামেই; কারণ 'শ্' [ʃ]-ই বাংলায় বেশী উচ্চারিত হয়।

এখানে দেখা গেল যে, খাঁটি বাংলায় তালব্য 'শ্' [ʃ] ও দন্ত্য 'স্' [s] দু'টি স্বতন্ত্র স্বনিম নয়, একই স্বনিমের অন্তর্গত দু'টি উচ্চারণ-বৈচিত্র্য। কারণ, এই প্রায়-সমোচ্চারিত ধ্বনি দু'টির অবস্থান বাংলা ভাষায় সর্তাধীন, একটির জায়গায় অন্যটি বসতে পারে না, অর্থাৎ একটির জায়গায় অন্যটি উচ্চারিত হতে পারে না। কিন্তু অন্য যেসব ভাষায় এই দুই ধ্বনির অবস্থান সম্পর্কে এরকম সর্ত নেই, সেই সব ভাষায় ধ্বনি দু'টি যদি স্বনিমীয় বিরোধ সৃষ্টি করতে পারে, তবে ধ্বনি দু'টি সেইসব ভাষায় একই স্বনিমের দু'টি উচ্চারণ-বৈচিত্র্য রূপে বিবেচিত হবে না, সেখানে তারা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র স্বনিমের মর্যাদা পাবে। এই জন্যে সংস্কৃত, ইংরেজী, জার্মান, ফরাসী প্রভৃতি ভাষায় তালব্য 'শ্' /ʃ/ ও দন্ত্য 'স্' /s/ হল দু'টি স্বতন্ত্র স্বনিম। যেমন—

ইংরেজী ঃ—/ ʃɔːt / short = ছোট
/ sɔːt / sort = রকম, ধরন

জার্মান ঃ—/ viʃən / wischen = মোছা, মুছিয়ে দেওয়া
/ visən / Wissen = জ্ঞান, জানা

ফরাসী ঃ—/ ʃã / chant = গান, champ = মাঠ
/ sã / sang = রক্ত, বংশগতি

সংস্কৃত ঃ—/ ʃʌmʌ / শম = মনঃসংযম, শান্তি, নিবৃত্তি।
/sʌmʌ/ সম = সমান, তুলা, সদৃশ।

তাহলে, এরকম হতেই পারে যে, যে দু'টি ধ্বনি একটি ভাষায় একই স্বনিমের অন্তর্গত দু'টি উচ্চারণ-বৈচিত্র্য, সেই দু'টি ধ্বনিই অন্য ভাষায় আবার দু'টি স্বতন্ত্র স্বনিম। কারণ ধ্বনির অবস্থান সম্পর্কে প্রত্যেক ভাষার নিয়ম সেই ভাষারই নিজস্ব বিধি। যেমন আমরা দেখেছি তালব্য 'শ্' ও দন্ত্য 'স্'-এর অবস্থান সম্পর্কে বাংলা ভাষার যে সর্ত তা বাংলাতেই প্রযোজ্য, তা সংস্কৃত, ইংরেজী, জার্মান, ফরাসী ভাষায় প্রযোজ্য নয়।

১৭। Jones, Prof. Daniel : *An Outline of English Phonetics*, Cambridge, 1969, p. 49

স্বনিম বিশ্লেষণের রীতি-পদ্ধতি (Method of Phonemic Analysis) : ভাষায় আমরা নানা বিচিত্র ধ্বনি উচ্চারণ করি। কিন্তু এইসব বহু বিচিত্র ধ্বনির মধ্যে কোন্ ধ্বনিটি একটি ভাষায় তাৎপর্যপূর্ণ (significant) মূলধ্বনি বা স্বনিম (phoneme), আর কোন্ ধ্বনিটি মূলধ্বনির শুধু উচ্চারণ-বৈচিত্র্য, তা বিশ্লেষণ করার বিশেষ পদ্ধতি আছে। ভাষার বর্ণমালা থেকে বা লিখিত বানান থেকে ভাষার মূলধ্বনি ও তার উচ্চারণ-বৈচিত্র্য সর্বদা নির্ণয় করা যায় না। ধ্বনি হল কথ্য ভাষার উপাদান ; বর্ণমালা যদিও কথ্য ভাষার এই ধ্বনিগুলিকেই লিখিত রূপ দেবার জন্যে গড়ে উঠেছিল, তবু কালক্রমে ভাষার ধ্বনি ও বর্ণমালার মধ্যে ব্যবধান গড়ে উঠে। যেমন বাংলায় মূর্ধন্য 'ণ' ধ্বনির স্বতন্ত্র উচ্চারণ নেই, অথচ বর্ণমালায় এই বর্ণটি আছে। আবার অন্য দিকে বাংলায় 'অ্যা' ধ্বনির উচ্চারণ আছে (যেমন এখন=অ্যাখন), কিন্তু এই ধ্বনিটি লিখে ফেলার জন্যে কোনো স্বতন্ত্র বর্ণ বাংলায় নেই। তাই আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা ভাষার প্রচলিত বর্ণমালার উপর নির্ভর না করে জীবন্ত কথ্য ভাষা শুনে তা থেকে সেই ভাষার তাৎপর্যপূর্ণ মূলধ্বনি বা স্বনিম নির্ণয় করেন এবং তার উচ্চারণ-বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ করে থাকেন। স্বনিম বিশ্লেষণের পদ্ধতি সংক্ষেপে এই রকম :

আগে স্বনিমের সংজ্ঞা সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে তা থেকে বোঝা যায় যে, স্বনিম বিশ্লেষণের দু'টি দিক আছে। একটি ইতিমূলক দিক, অন্যটি নেতিমূলক। ইতিমূলক দিকে ভাষায় উচ্চারিত কোন্ কোন্ ধ্বনি স্বনিম তা নির্ণয় করা হয়। নেতিমূলক দিকে দেখা হয় কোন্ কোন্ ধ্বনি স্বনিম নয়, শুধুই স্বনিমের উচ্চারণ-বৈচিত্র্য।

প্রথমে জীবন্ত কথ্য ভাষা থেকে শোনা ধ্বনিগুলিকে আন্তর্জাতিক ধ্বনি-মূলক বর্ণমালার (IPA) সাহায্যে লিখে আনা হয় অথবা আগে 'টেপ'-এ তুলে পরে সেই টেপ বাজিয়ে তা থেকে শোনা ধ্বনিগুলিকে আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালার সাহায্যে লিখে তালিকাবদ্ধ করা হয়। তারপরে তার ইতিমূলক ও নেতিমূলক দিক পরীক্ষা করা হয়। কোনো দু'টি বা ততোধিক ধ্বনিকে স্বতন্ত্র স্বনিম প্রমাণ করতে হলে দু'টি সর্ত পূরণ করা হয়েছে কিনা তা দেখা দরকার :

প্রথমত, ধ্বনি দু'টি সত্যি-সত্যি পৃথক্ ধ্বনি কিনা অর্থাৎ ধ্বনি দু'টির উচ্চারণ কানে পৃথক্ শোনাচ্ছে কিনা সেইটা সকলের আগে লক্ষ্য করে দেখা হয়। এক্ষেত্রে শুধু প্রচলিত বানানে পৃথক্ হলে কোনো দু'টি ধ্বনিকে পৃথক্ স্বনিম বলা যায় না। যেমন ঋটি বাংলা উচ্চারণে 'শব' (dead body) ও

'সব' (all) শব্দের যথাক্রমে 'শ্' ও 'স্' বানানে পৃথক্ হলেও, যে বাঙালী সংস্কৃত জানে না তার খাঁটি বাংলা উচ্চারণে এই দু'টি ধ্বনি পৃথক্ নয়। বাঙালীরা এই দু'টি শব্দ একই রকম উচ্চারণ করে। সুতরাং এখানে 'শ্' ও 'স্' পৃথক্ স্বনিম হবার প্রথম সর্তটি পূরণ করছে না। কিন্তু 'কাল' ও 'খাল' শব্দের 'ক্' ও 'খ্'-এর উচ্চারণ পৃথক্, সুতরাং স্বনিম হবার প্রথম সর্তটি এরা পূরণ করছে।

দ্বিতীয়ত দেখা হয়, যে দু'টি ধ্বনি প্রথম সর্তটি পূরণ করে সেই দু'টি ধ্বনি কোনো ন্যূনতম শব্দজোড়ের (Minimal Pair) মধ্যে অর্থ-পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে কিনা। যখন তা পারে তখনই তাদের স্বতন্ত্র স্বনিমের মর্যাদা দেওয়া হয়। যখন দু'টি শব্দ যথাসাধ্য ছোট শব্দ হয় এবং তাদের মধ্যে সব দিক দিয়ে মিল থাকে, শুধু প্রত্যেক শব্দের একটি করে ধ্বনির ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে পার্থক্য থাকে এবং শব্দ দু'টির অর্থ পৃথক্ হয়, তখন সেই শব্দ দু'টিকে **ন্যূনতম শব্দজোড়** বা স্বল্পপ্রভেদক শব্দযুগ্ম (Minimal Pair) বলে। যেমন, আমরা দেখেছি 'কাল' ও 'খাল' দু'টি শব্দেই 'আ' ও 'ল্' ধ্বনি আছে। কিন্তু পার্থক্য শুধু প্রত্যেক শব্দের একটি করে ধ্বনির ক্ষেত্রে—প্রথম শব্দের 'ক্' ও দ্বিতীয় শব্দের 'খ্' ধ্বনির ক্ষেত্রে। এরকম শব্দজোড়কেই ন্যূনতম শব্দজোড় বলে। এখানে যে একটি করে ধ্বনির ক্ষেত্রে পার্থক্য হয়ে গেছে, বুঝতে হবে সেই ধ্বনির জন্যেই শব্দ দু'টি পৃথক্, তাদের অর্থও পৃথক্। এই রকম অর্থ-নিয়ন্ত্রণকারী ধ্বনিকেই মূলধ্বনি, স্বনিম বা ধ্বনিতা (Phoneme) রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। উপরের উদাহরণে 'ক্' ও 'খ্' হল স্বতন্ত্র স্বনিম এবং 'কাল' ও 'খাল' হল ন্যূনতম শব্দজোড় (Minimal Pair)। যখন এরকম একসঙ্গে দু'য়েরও বেশী শব্দে সব ধ্বনির মধ্যে মিল থাকে, প্রত্যেক শব্দের মাত্র একটি করে ধ্বনির পার্থক্য থাকে এবং তাতে সেই শব্দগুলির পৃথক্ ধ্বনিসমূহের স্বতন্ত্র স্বনিমীয় সত্তা প্রমাণিত হয়, তখন সেই দু'য়ের অধিক শব্দকে একত্রে প্রলম্বিত ন্যূনতম শব্দজোড় (Chained Minimal Pair) বলে। যেমন—কাল, খাল, গাল একসঙ্গে প্রলম্বিত ন্যূনতম শব্দজোড়।

স্বনিমের ইতিমূলক বিশ্লেষণে কতকগুলি সতর্কতার সূত্র মনে রাখা দরকার। যেমন—

(ক) উপরিউক্ত দু'টি সর্ত পূরণ করে দু'টি ধ্বনি যদি কোনো ভাষায় স্বতন্ত্র স্বনিমের মর্যাদা পায় তবে সেই ধ্বনি দু'টি সেই বিশেষ ভাষারই স্বনিম বলে বিবেচিত হবে। একটি ভাষায় যেসব ধ্বনি স্বতন্ত্র স্বনিমরূপে স্বীকৃতি পাবে, সেইসব ধ্বনি অন্য ভাষায় স্বতন্ত্র স্বনিম নাও হতে পারে। কোনো ভাষার স্বনিম-সম্পদ (phonemic stock) তার নিজস্ব ধ্বনিবিধির

উপরে নির্ভর করে। যেমন—আমরা আগেই দেখিয়েছি যে, সংস্কৃত, ইংরেজী, জার্মান ও ফরাসী ভাষায় তালব্য 'শ্' [ʃ] ও দন্ত্য 'স্' [s] পৃথক্ স্বনিম হবার জন্যে পূর্বোক্ত দু'টি সর্তই পূরণ করে, কিন্তু বাংলা ভাষায় এরা প্রথম সর্তটিই পূরণ করে না। তাই সংস্কৃত, ইংরেজী, জার্মান ও ফরাসী ভাষায় এরা স্বতন্ত্র স্বনিম ; কিন্তু বাংলায় এরা স্বতন্ত্র স্বনিম নয়, একই স্বনিমের দু'টি উপধ্বনি। এখন বাংলা ভাষার ধ্বনি-বিধি অনুসারে আমরা সংস্কৃত, ইংরেজী, জার্মান ও ফরাসী ভাষার তালব্য 'শ্' /ʃ/ ও দন্ত্য 'স্' /s/-কে যদি স্বতন্ত্র স্বনিম রূপে স্বীকার না করে একই স্বনিমের দু'টি উপধ্বনি মনে করি তা হলে ভুল হবে। এই ধরনের ভুলকে ঊন-পৃথকীকরণ (Under-differentiation) বলে।

(খ) যে ধ্বনি দু'টিকে আমরা স্বতন্ত্র স্বনিম রূপে প্রমাণ করতে চাই, আগেই দেখতে হবে তারা প্রথম সর্তটি পূরণ করছে কিনা। সেটি পূরণ করলে তবেই দ্বিতীয় সর্তটি পূরণ করছে কিনা তা বিচারের প্রয়োজন আছে। প্রথম সর্তটি পূরণ না করলে সেই তথাকথিত ধ্বনি দু'টিকে গোড়াতেই স্বতন্ত্র-স্বনিমের তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে। যেমন, বাংলায় 'শব' ও 'সব' শুধু আপাতদৃষ্টিতেই ন্যূনতম শব্দজোড় ; মনে হতে পারে 'শ্' ও 'স্' হল পৃথক্ স্বনিম। কিন্তু এখানে গোড়াতেই ভুল হয়েছে। প্রথম সর্তটিই পূরণ হয় নি, কারণ 'শব' ও 'সব' শব্দের 'শ্' ও 'স্'-এর উচ্চারণ খাঁটি বাংলায় পৃথক্ নয়। খাঁটি বাংলায় তালব্য 'শ্' ও দন্ত্য 'স্' পৃথক্ স্বনিম নয়। কিন্তু সংস্কৃত, ইংরেজী, জার্মান ও ফরাসী ভাষায় তালব্য 'শ্' /ʃ/ ও দন্ত্য /s/ স্বনিম হওয়ার দু'টি সর্তই পূরণ করে বলে এরা পৃথক্ স্বনিম। এখন সংস্কৃত, ইংরেজী, জার্মান বা ফরাসী ভাষার অভ্যাস অনুসারে আমরা যদি বাংলায়ও 'শ্' ও 'স্'-কে স্বতন্ত্র স্বনিম রূপে গ্রহণ করি, তবে যে ভুল হবে তাকে অতি-পৃথকীকরণ (Over-differentiation) বলে।

(গ) ন্যূনতম শব্দজোড়ের প্রত্যেক শব্দে মাত্র একটি করে ধ্বনির ক্ষেত্রে পার্থক্য হওয়া চাই, একাধিক ধ্বনির পার্থক্য হলে সেটা সার্থক ন্যূনতম শব্দ-জোড়ই হবে না। যেমন—'কাম' (ক্+আ+ম্) ও 'খাল' (খ্+আ+ল্) শব্দ দু'টিতে মিল আছে শুধু 'আ'-ধ্বনিতে : পার্থক্যই বরং বেশী, পার্থক্য হয়ে গেছে দু'টি করে ধ্বনির ক্ষেত্রে—প্রথম শব্দের 'ক্' ও 'ম্'-এর সঙ্গে দ্বিতীয় শব্দের 'খ্' ও 'ল্'-এর পার্থক্য। প্রত্যেক শব্দের একের বেশী ধ্বনির ক্ষেত্রে পার্থক্য হয়েছে বলে 'কাম' ও 'খাল' সার্থক ন্যূনতম শব্দজোড় নয়। দু'টি শব্দের মধ্যে একের বেশী ধ্বনির ক্ষেত্রে পার্থক্য হলে বোঝা যাবে না যে ঠিক কোন্ ধ্বনিটা তাৎপর্যপূর্ণ (significant), ঠিক কোন্ ধ্বনিটার জন্যে শব্দ দু'টি

পৃথক্। যেমন, একটি ঘর থেকে একই সঙ্গে দু'টি লোক চলে গেল এবং দেখা গেল একটি কলম চুরি গেছে। এক্ষেত্রে বোঝা যাবে না কলম চুরির জন্যে ঠিক কোন্ লোকটি দায়ী। তেমনি 'কাম' ও 'খাল' শব্দের মধ্যে অর্থের পার্থক্য হল, কিন্তু বোঝা গেল না ঠিক কোন্ ধ্বনিটা তার জন্যে দায়ী। কারণ শব্দ দু'টির মধ্যে দু'টি করে ধ্বনির পার্থক্য আছে। কিন্তু দু'টি শব্দের মধ্যে যদি মাত্র একটি করে ধ্বনির ক্ষেত্রে পার্থক্য হয় তবে সার্থক ন্যূনতম শব্দজোড় হবে। যেমন—'কাল' ও 'খাল' শব্দে বোঝা যাচ্ছে 'ক্' ও 'খ্' ধ্বনির যে পার্থক্য সেই পার্থক্যের জন্যেই শব্দ দু'টির মধ্যে অর্থের পার্থক্য।

(ঘ) ন্যূনতম শব্দজোড়ের শব্দ দু'টি যে-কোনো একটি ভাষারই নিজস্ব শব্দ হওয়া চাই। একটি ভাষার নিজস্ব শব্দের সঙ্গে অন্য ভাষার শব্দের শব্দজোড় হয় না। যেমন বাংলা 'কান' শব্দের সঙ্গে ইংরেজী 'ফান' (fun) শব্দের শব্দজোড় হয় না। তবে বিদেশী শব্দ যদি কোনো ভাষায় গৃহীত ও বহু-প্রচলিত শব্দ হয়, তবে সেটাকে নিজস্ব শব্দই মনে করতে হবে। যেমন বাংলায় 'রেডিও', 'স্কুল', 'সাইকেল' প্রভৃতি শব্দ। এগুলির তুলনায় বরং 'বেতার', 'বিদ্যালয়', 'দ্বিচক্র-যান' প্রভৃতি তথাকথিত বাংলা শব্দ নিতান্তই অল্প-প্রচলিত বা অপ্রচলিত।

(ঙ) ন্যূনতম শব্দজোড় কোনো ভাষার বহু-সংখ্যক লোকের অবিমিশ্র খাঁটি দেশীয় উচ্চারণ (native pronunciation) থেকে গ্রহণ করা উচিত। মুস্টিমেয় শিক্ষিত লোকেরা অনেক সময় বৈদগ্ধ্য প্রদর্শনের জন্যে বিদেশী শব্দের বিশুদ্ধ বিদেশী উচ্চারণ বজায় রাখেন, এতে ভাষার বৃহত্তর জনসাধারণের উচ্চারণ-প্রবণতা ধরা পড়ে না। যেমন—শিক্ষিত ব্যক্তি 'শোল' (শোল মাছ) ও সোল' (জুতার সোল) শব্দে যথাক্রমে তালব্য 'শ্' ও দন্ত্য 'স্'-এর পৃথক্ উচ্চারণ করলেও এই শব্দ দু'টিকে খাঁটি বাংলার শব্দজোড় রূপে গ্রহণ করে তা থেকে বাংলায় তালব্য 'শ্' ও দন্ত্য 'স্'-কে পৃথক্ স্বনিম প্রমাণ করা যায় না। বাংলার যেসব অঞ্চলে বিদেশী প্রভাব বিশেষ পড়ে নি, সেখানে সাধারণ অশিক্ষিত বৃহত্তর জনসাধারণ ঐ শব্দ দু'টি একই রকম উচ্চারণ করে। তবে আমরা যদি বিশেষ শ্রেণীরই বা বিশেষ অঞ্চলেরই ভাষার স্বনিম নির্ণয় করতে চাই তাহলে অবশ্য সেই শ্রেণীর বা সেই অঞ্চলের ভাষার উচ্চারণ থেকেই ন্যূনতম শব্দজোড় সংগ্রহ করতে হবে। আর একটি কথা, জাতির উচ্চারণও পরিবর্তনশীল এবং আপেক্ষিক। সুতরাং স্বনিম নির্ণয়ও পরিবর্তনশীল ও আপেক্ষিক হতে বাধ্য। যেমন এখন খাঁটি দেশীয় উচ্চারণে বাংলায় তালব্য 'শ্' ও দন্ত্য 'স্' স্বতন্ত্র স্বনিম নয়, কিন্তু পরে বাংলা

ভাষার পরিবর্তন হলে এ দু'টি স্বতন্ত্র ধ্বনিমরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কারো কারো মতে পূর্ব বাংলায় ('বাংলা দেশে') ইতিমধ্যেই 'শ্' ও 'স্' স্বতন্ত্র ধ্বনিমরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

উপরে ন্যূনতম শব্দজোড়ের সাহায্যে ধ্বনিম নির্ণয়ের যে পদ্ধতির কথা বলা হল, সেইটাই হল সবচেয়ে প্রচলিত ও নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি ; কিন্তু সেইটাই একমাত্র পদ্ধতি নয়। অনেক সময় দু'টি ধ্বনির মধ্যে ধ্বনিমীয় বিরোধ প্রতিপন্ন করার জন্যে ন্যূনতম শব্দজোড় ভাষার শব্দভাণ্ডারে পাওয়াই যায় না। অথচ শব্দজোড়ের শব্দগুলি ভাষার প্রচলিত অর্থপূর্ণ শব্দও হওয়া চাই, একটি অর্থহীন শব্দ তৈরী করে শব্দজোড় মিলিয়ে দেওয়া যায় না। যেমন, একসঙ্গে ট্, ঠ্, ড্, ঢ্-এর মধ্যে ধ্বনিমীয় বিরোধ দেখাবার জন্যে আমরা যদি প্রলম্বিত ন্যূনতম শব্দজোড় (Chained Minimal Pair) রচনা করি,

/ʈak/ টাক —/ʈ/ ট্
/ʈʰak/ ঠাক —/ʈʰ/ ঠ্
/ɖak/ ডাক —/ɖ/ ড্
/ɖʰak/ ঢাক —/ɖʰ/ ঢ্

তাহলে এটা সার্থক ন্যূনতম শব্দজোড়েই হল না। কারণ 'ঠাক' বাংলায় প্রচলিত কোনো শব্দই নয়।[১৮] আসলে এক্ষেত্রে একসঙ্গে এই চারটি ধ্বনির মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্য দেখাবার মতো প্রলম্বিত ন্যূনতম শব্দজোড় (Chained Minimal Pair) বাংলায় পাওয়াই শক্ত। চারটি শব্দের প্রলম্বিত ন্যূনতম শব্দজোড় কেন, দু'টি শব্দের সাধারণ ন্যূনতম শব্দজোড়ও অনেক সময় ভাষায় পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে ন্যূনতম শব্দজোড়ের উপরে নির্ভর করে থাকলে চলে না। তখন কাছাকাছি ন্যূনতম শব্দজোড়ের উপর ('Near Minimal Pair') নির্ভর করার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা :

> "In the analysis of a language, the discovery of minimal pairs constitutes the most decisive way to determine what the phonemes of a language are. Often, near-minimal pairs present enough proof for phonemic status."[১৯]

১৮। এই রকমের ভুল করেছেন চার্লস্ ফার্গুসন্ এবং মুনীর চৌধুরী। তাঁরা / ট্ ড্ ঠ্ ঢ্ / এই চারটি ধ্বনির মধ্যে একসঙ্গে ধ্বনিমীয় পার্থক্য দেখাবার জন্যে প্রলম্বিত ন্যূনতম শব্দজোড় উপস্থাপিত করেছেন—টালা, ডালা, ঠালা, ঢালা। ('The Phonemes of Bengali' in *Language*, Vol 36, Jan-March, 1960). এখানে লক্ষণীয় যে 'ঠালা' বলে বাংলায় কোনো শব্দই নেই। সুতরাং শব্দ-জোড়ের মধ্যে এটি গ্রহণ করাই ভুল।

১৯। Agard Frederick B. and D iPietro, Robert J. : *The Sounds of English and Italian*, Chicago : The University of Chicago Press, 1973, Ch. 2.

যেমন—একসঙ্গে চারটি বাংলা মূর্ধণ্য ধ্বনির মধ্যে স্বনিমীয় বিরোধ যদি দেখাতে চাই তাহলে এই রকম কাছাকাছি ন্যূনতম শব্দজোড়ের সাহায্যে দেখানো যেতে পারে—

/ʈɔk / টক —/ʈ/ ট্
/ʈʰɔk / ঠক —/ʈʰ/ ঠ্
/ɖɔk / ডক —/ɖ/ ড্
/ɖʰɔkɖʰɔk/ ঢকঢক —/ɖʰ/ ঢ্

আবার যেখানে এরকম কাছাকাছি ন্যূনতম শব্দজোড়ও পাওয়া যায় না সেখানে দেখা হয়, যে দু'টি ধ্বনিকে স্বনিম হিসাবে বিচার করতে চাই সেই ধ্বনি দু'টির অবস্থান সর্তাধীন কিনা, যদি সর্তাধীন না হয় তবে ধ্বনি দু'টিকে স্বতন্ত্র স্বনিম রূপে গ্রহণ করা যায়। বিশেষজ্ঞরা ক্ষেত্র-বিশেষে এই পদ্ধতির উপযোগিতাও স্বীকার করেছেন ঃ

> "...even though minimal pairs are a simple and elegant device for proving that two phones stand in contrast with one another, they are by no means necessary. It is sufficient if we can show the difference between two phones is not automatically determined by the different environments in which they stand."[২০]

আগে বাংলায় 'ড়' ও 'ঢ়'কে দু'টি স্বতন্ত্র স্বনিম বলা হত না, একই স্বনিমের দু'টি উপধ্বনি মনে করা হত। কারণ এই দু'য়ের অবস্থান সর্তাধীন ছিল, একটির স্থানে অন্যটি উচ্চারিত হতে পারত না। সর্তটা ছিল এই রকম ঃ 'ড়' বসবে শব্দের গোড়ায় (যেমন—'ডাব' = ড্+আ+ব্) অথবা কোনো ব্যঞ্জন ধ্বনির পরে (যেমন—'ঠাণ্ডা' = ঠ্+আ+ণ্+ড্+আ অথবা 'বড্ড' = ব্+অ+ড্+ড্+অ) ; আর 'ড়্' বসবে শব্দের শেষে (যেমন—'হাড়্' = হ্+আ+ড়্) অথবা দু'টি স্বরধ্বনির মাঝখানে (যেমন—তাড়া = ত্+আ+ড়্+আ)। 'ড়্'-কে কখনো শব্দের শেষে বা দু'টি স্বরধ্বনির মাঝখানে বসতে দেখা যেত না ; কারণ এটা হল 'ড়্'-এর স্থান। কিন্তু এখন বাংলায় কিছু বিদেশী শব্দ বহু-প্রচলিত হয়ে যাওয়ার ফলে এই

২০। Moulton, William G. : *The Sounds of English and German*, Chicago, 1968, p. 21-22.

সর্ত ভেঙে গেছে। এখন দু'টি স্বরধ্বনির মাঝখানেও 'ড়' বসতে পারে (যেমন—'সোডা'=স্+ও্+ড়্+আ), 'রেডিও'=র্+এ+ড়্+ই+ও); শব্দের শেষেও 'ড়' বসতে পারে (যেমন—রড়্=র্+অ+ড়্)। 'ড়' ও 'ড়্'-এর অবস্থান এখন সর্তাধীন নয় বলে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা এ দু'টিকে একই স্বনিমের দু'টি উপধ্বনি না বলে দু'টিকেই স্বতন্ত্র স্বনিমের মর্যাদা দিয়ে থাকেন।

স্বনিম বিশ্লেষণের নীতিমূলক দিকে দেখতে হয়—কোন্ ধ্বনি কখন স্বনিম হতে পারে না, শুধুই স্বনিমের উচ্চারণ-বৈচিত্র্য রূপে বিবেচিত হয়। স্বনিমের উচ্চারণ-বৈচিত্র্য দু'রকমের হয় ঃ মুক্ত বৈচিত্র্য (Free Variation) ও উপধ্বনি বা পূরক-ধ্বনি (Allophone)। যখন দু'টি যথাসাধ্য ছোট শব্দের মধ্যে সবদিকে মিল থাকে, কেবল প্রত্যেক শব্দের একটি করে ধ্বনির ক্ষেত্রে শব্দ দু'টি পৃথক্ হয়, অথচ এই ধ্বনির পার্থক্যের জন্যে শব্দ দু'টির মধ্যে অর্থের পার্থক্য হয় না, তখন বুঝতে হবে, যে ধ্বনির ক্ষেত্রে পার্থক্য সেই ধ্বনি দু'টি পৃথক্ স্বনিম নয়, একই স্বনিমের মুক্ত বৈচিত্র্য (Free Variation)। যেমন 'শবদাহ করা হিন্দু সৎকার সমিতির পবিত্র কর্তব্য।' এই বাক্যে 'শব' শব্দের 'শ্'-এর স্বাভাবিক বাংলা উচ্চারণ হল তালব্য 'শ'-ই। এখানে বানানে আমরা যা-ই লিখি না কেন, 'শ্'-এর জায়গায় দন্ত্য 'স্' উচ্চারণ করলেও বাক্যের অর্থের পরিবর্তন হবে না। তালব্য 'শ্' স্থানে দন্ত্য 'স্' উচ্চারণ করে বক্তা যদি বাক্যটি কোনো শ্রোতাকে শোনায়, এবং শ্রোতা যদি বানান না দেখে শুধু বাক্যটি কানে শোনে, তাহলে কি সে মনে করবে যে, 'সব অর্থাৎ সব কিছু পুড়িয়ে ফেলাই হিন্দু সৎকার সমিতির পবিত্র কর্তব্য?' সে যদি বাঙালী হয় তো ঠিকই বুঝবে যে, মৃতদেহ দাহ করাই হিন্দু সৎকার সমিতির পবিত্র কর্তব্য। শ্রোতার কাছে 'শ্'-এর উচ্চারণই স্বাভাবিক, তবে সে যদি দন্ত্য 'স্' শোনে তবে তার কাছে শুধু উচ্চারণটা অস্বাভাবিক মনে হবে, কিন্তু অর্থটা পাল্টে যাবে না। এখানে তালব্য 'শ্' ও দন্ত্য 'স্' হচ্ছে একই 'শ্'-স্বনিমের দু'টি মুক্ত বৈচিত্র্য (Free Variation); এরকম দু'টি ধ্বনিকে পৃথক্ স্বনিম ধরা হবে না। একটি ধ্বনির একাধিক উচ্চারণ-বৈচিত্র্য যখন ব্যক্তির খেয়াল-খুশী অনুযায়ী সাধিত হয়, যখন তা ধ্বনিটার অবস্থান বা ধ্বনিটার সঙ্গে অন্য ধ্বনির সংযোগের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না, অর্থাৎ যখন কোনো উচ্চারণ-বৈচিত্র্য সর্তাধীন নয়, স্বাধীন, তখন সেই উচ্চারণ-বৈচিত্র্যকে মুক্ত বৈচিত্র্য (Free Variation) বলে। মুক্ত বৈচিত্র্য নানা কারণে সাধিত হয়। গ্লীসন্ উল্লেখ করেছেন একই 'Key' শব্দ যদি কেউ এক শ' বার উচ্চারণ করে তবে

প্রত্যেকবারই তার উচ্চারণে k-ধ্বনির একটু-আধটু পার্থক্য হবে, সাধারণভাবে আমাদের কানে এই পার্থক্য ধরা না পড়লেও যন্ত্রের সাহায্যে তা ধরা পড়বেই। এই যে k-ধ্বনির উচ্চারণ-বৈচিত্র্য তা পাশাপাশি ধ্বনির সংযোগের জন্যে হচ্ছে না বা শব্দ-মধ্যে k ধ্বনিটির অবস্থানের উপরেও নির্ভর করছে না। কারণ প্রত্যেকবারের উচ্চারণে ধ্বনি-সংযোগ বা অবস্থান পরিবর্তিত হচ্ছে না, একই থাকছে : তবু k-ধ্বনিটির উচ্চারণ প্রতিবারে যে একটু-আধটু পাল্টে যাচ্ছে এটা ধ্বনি-সংযোগ বা ধ্বনি-অবস্থানের সাপেক্ষীন নয়, স্বাধীন। তাই একে মুক্ত বৈচিত্র্য (Free Variation) বলা হয়েছে। অন্যপক্ষে, একটি মূল ধ্বনির যে-সব উচ্চারণ-বৈচিত্র্য হয় তা যখন তার অবস্থান (distribution) দিয়ে নিয়ন্ত্রিত (controlled) হয়, কোথায় ধ্বনিটির কি রকম উচ্চারণ হবে তা যখন তার অবস্থান বা ধ্বনি-সংযোগের সর্তের অধীন হয়, বক্তার খেয়াল-খুশীর উপর নির্ভর করে না, তখন তার উচ্চারণ-বৈচিত্র্যগুলিকে উপধ্বনি বা পূরক ধ্বনি (Allophone) বলে। অথবা অন্যভাবে বলা যায় : যদি দু'টি বা ততোধিক ধ্বনির অবস্থান এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় যে, একটির জায়গায় অন্যটি বসতে পারে না, অথচ ধ্বনিগুলির উচ্চারণে কোনো-না-কোনো দিকে সাদৃশ্য থাকে, তবে সেই ধ্বনিগুলিকে একই মূলধ্বনি বা স্বনিমের (Phoneme) উপধ্বনি বা পূরকধ্বনি (Allophone) রূপে গ্রহণ করতে হবে। ভাষাবিজ্ঞানীরা এইভাবেই পূরক-ধ্বনির (Allophone) সংজ্ঞা দিয়েছেন :

> "If two or more sounds are so distributed among the forms of a language that none of them ever occurs in exactly the same position as any of the others, and if all the sounds in question are phonetically similar in the sense of sharing a a feature of articulation absent from all other sounds, then they are to be classified together as allophones of the same phoneme."[২১]

এই ধরনের উচ্চারণ-বৈচিত্র্যগুলির প্রত্যেকটি তার নিজস্ব বিশিষ্ট অবস্থান বা ধ্বনি-সংযোগের দ্বারা এমনই নিয়ন্ত্রিত হয় যে একটির

২১। Bloch, Bernard and Trager, George L. : *Outlines of Linguistic Analysis*, New Delhi : Oriental Books Reprint Corpn., 1972, p. 42.

পরিবেশে অন্যটি বসতে পারে না, অর্থাৎ একটির জায়গায় অন্যটি উচ্চারিত হতে পারে না। যেমন—আগে আমরা উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছি যে, বাংলায় 'শ্রী' শব্দের বানানে তালব্য 'শ' লেখা থাকলেও 'র্'-এর সঙ্গে সংযোগের ফলে এখানে 'শ'-এর স্থানে দন্ত্য 'স' উচ্চারিত হয়, কিন্তু 'শীল' শব্দে তালব্য 'শ'-ই উচ্চারিত হয়। 'শ্রী' শব্দে তালব্য 'শ' ও 'শীল' শব্দে দন্ত্য 'স' উচ্চারিত হতে পারে না। জোর করে উচ্চারণ করলে সেটা খাঁটি বাংলা উচ্চারণই হয় না। একই মূলধ্বনির উচ্চারণ-বৈচিত্র্যগুলিকে পৃথক্ স্বনিম রূপে নয়, পৃথক্ ধ্বনি রূপে গ্রহণ করে ভাষাবিজ্ঞানী গ্লীসন্ এই কথাটি অন্যভাবে বলেছেন—একাধিক ধ্বনির মধ্যে একটি যখন অন্যটির অবস্থানে বা পরিবেশে বসতে না পারে তখন ধ্বনিগুলি পরিপূরক অবস্থানে বা প্রতিযোগী অবস্থানে (Complementary Distribution) রয়েছে বলা হয় :

> "Sounds are said to be in complementary distribution when each occurs in a fixed set of contexts in which none of the others occur."[২২]

এই পরিপূরক অবস্থানের আলোকে তিনি আবার পূরকধ্বনি (Allophone) বা উপধ্বনির সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে : যে ধ্বনি অন্যধ্বনির সঙ্গে এমন পরিপূরক অবস্থানে থাকে যে, ধ্বনি দু'টি মিলিয়ে একটি ধ্বনিতা বা স্বনিম গঠিত হয় সেই ধ্বনি দু'টিকে উপধ্বনি বা পূরক ধ্বনি (Allophone) বলে। এক-একটি স্বনিম বা ধ্বনিতা হল কখনো-কখনো একাধিক উপধ্বনি বা পূরক ধ্বনির সমষ্টি। গ্লীসনের ভাষায়—

> "Any sound or subclass of sounds which is in complementary distribution with another so that the two together constitute a single phoneme is called an allophone of that phoneme. A phoneme is, therefore, a class of allophones."[২৩]

তাহলে উপধ্বনি নির্ণয়ের উপায় হল ধ্বনিসমূহের অবস্থান সর্তাধীন কিনা, ধ্বনিগুলি পরিপূরক অবস্থানে (Complementary Distribution) আছে কিনা, সেটা বিচার করা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে : এরকম বিচার আমরা

২২। Gleason, H. A. (Jr.): *An Introduction to Descriptive Linguistics*, Oxford & IBH Publishing Co., 1966, p. 263.

২৩। Gleason, H. A. (Jr.): *An Introduction to Descriptive Linguistics*, Oxford and IBH Publishing Co., 1966, p. 263.

করতে যাব কোন্ ধ্বনির ক্ষেত্রে ? সাধারণত যেসব ধ্বনি উচ্চারণের দিক থেকে কাছাকাছি অর্থাৎ প্রায়-সমোচ্চারিত (phonetically similar), শুধু সেইসব ধ্বনি সম্পর্কে এই রকম বিচার করে দেখা হয়। উচ্চারণের দিক থেকে কাছাকাছি ধ্বনি অর্থাৎ উচ্চারণ-স্থান, উচ্চারণ-প্রকৃতি, জিহ্বার অবস্থান ইত্যাদি যে-কোনো দিক থেকে সাদৃশ্য যেসব ধ্বনির মধ্যে রয়েছে সেইগুলি একই স্বনিমের উপধ্বনি হতে পারে বলে সন্দেহ করা হয়। এই রকম ভাবে প্রায়-সমোচ্চারিত যে-সব ধ্বনিকে একই স্বনিমের উপধ্বনি বলে সন্দেহ করে শব্দমধ্যে তাদের অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ে বিচার করা হয় তাদের সন্দেহভাজন জোড় (Suspicious Pair) বলা হয়। যেমন—

'শ্' ও 'স্'-কে একটি সন্দেহভাজন জোড় মনে করা হয়। কারণ এদের মধ্যে উচ্চারণ-প্রকৃতির দিক থেকে সাদৃশ্য আছে ঃ দু'টিই উষ্মধ্বনি, দু'টিই শিস্ ধ্বনি। তেমনি 'ক্' ও 'খ্' একটি সন্দেহভাজন জোড়। কারণ দু'টির মধ্যে উচ্চারণ-স্থানের সাদৃশ্য আছে ঃ দু'টিই স্নিগ্ধ-তালু থেকে উচ্চারিত। তবে সন্দেহভাজন জোড়ের ধ্বনিগুলি সবভাষায় উপধ্বনি হবেই, এমন নয়। পরীক্ষার পরে এমনও প্রমাণিত হতে পারে যে, ধ্বনি দু'টি কোনো ভাষায় একই স্বনিমের দু'টি উপধ্বনি নয়, পৃথক্ স্বনিম। পরীক্ষার আগে পর্যন্ত যে দু'টি প্রায়-সমোচ্চারিত ধ্বনিকে আমরা উপধ্বনি সন্দেহ করে পরীক্ষায় অগ্রসর হই, তারাই সন্দেহভাজন জোড় বলে সাময়িকভাবে গৃহীত হয়। ভাষাবিজ্ঞানী গ্লীসন্ (Gleason) এরকম সম্ভাব্য সন্দেহভাজন জোড়ের একটি তালিকা রচনা করেছেন। কিন্তু বিভিন্ন দিক থেকে প্রায়-সমোচ্চারিত ধ্বনি এত রকমের হতে পারে যে, এরকম কোনো তালিকাই পূর্ণাঙ্গ বা চরম হতে পারে না।

যাই হোক, প্রায়-সমোচ্চারিত যে দু'টি ধ্বনি নিয়ে সন্দেহভাজন জোড় গঠিত হয়, সেই ধ্বনিগুলি যখন স্বনিম (Phoneme) হবার পূর্ব-কথিত সর্ত দু'টি পূরণ করে তখন তাদের প্রত্যেককে স্বতন্ত্র স্বনিমের মর্যাদা দেওয়া হয়। যখন তারা সর্ত দু'টি পূরণ করে না তখন দেখতে হয় তারা পরিপূরক অবস্থানে (Complementary Distribution) আছে কিনা ; যদি পরিপূরক অবস্থানে থাকে তখন তাদের একই স্বনিমের দু'টি উপধ্বনি (Allophones) ধরা হয়। আর যখন প্রায়-সমোচ্চারিত ধ্বনি দু'টি স্বনিম হওয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় সর্ত দু'টি পূরণ করে না, পরিপূরক অবস্থানেও থাকে না, একটির স্থানে অন্যটি বক্তার খেয়াল-খুশি অনুসারে উচ্চারিত হয়, তখন তাদের একই স্বনিমের মুক্ত বৈচিত্র্য (Free Variation) রূপে গ্রহণ করা হয়।